যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

Directorate General of Family Planning

Kingdom of the Netherlands

unicef

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার

১৯৯৪ সালে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে (আইসিপিডি) জনসংখ্যা নীতি ও যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের অধিকারের প্রশ্নে নতুন বৈশ্বিক পদক্ষেপের বিষয়টি প্রথম উপস্থাপিত হয়। পরের বছর বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত নারী বিষয়ক চতুর্থ বৈশ্বিক সম্মেলন এবং ১৯৯৯ সালে আইপিসিডি+৫ সম্মেলনে ধারণাগুলো আরো এগিয়ে নেয়া হয়।

মূলত চারটি বিষয়বস্তু ঘিরে এ অধিকারের প্রশ্নগুলো আবর্তিত। এগুলো হচ্ছে লিঙ্গ সমতা ও সাম্য, যৌন অধিকার, প্রজনন অধিকার এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা।

জেন্ডার সাম্যতা:

জেন্ডার সাম্যতা হচ্ছে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে সব ধরনের সুফল ও দায়-দায়িত্ব বণ্টনে ন্যায্যতা।

যৌন অধিকার:

স্বাধীনভাবে ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে মানুষ তাদের যৌনতা বিষয়ক সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টিও এখানে অন্তর্ভুক্ত। যৌন জীবনে এবং এ বিষয়ক সব সিদ্ধান্ত গ্রহণে বৈষম্য, জুলুম বা সহিংসতামুক্ত থাকবে। যৌন সম্পর্কে সমতা, পূর্ণ সম্মতি, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও অভিন্ন দায়িত্ব আশা করবে এবং দাবি করবে। মেয়েদের মানবাধিকারের মধ্যে তার নিজের শরীরের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বল, বৈষম্য ও সহিংসতা থেকে মুক্ত থেকে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকবে।

প্রজনন অধিকার:

কোনো ব্যক্তি বা দম্পতি কয়টি সন্তান নেবে, কত বছর পর পর নেবে এবং কখন নেবে সেই সিদ্ধান্ত মুক্ত ও স্বাধীনভাবে নেয়ার অধিকার তাদের রয়েছে। প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য, শিক্ষা ও এ সম্পর্কিত পদ্ধতিগুলো পাওয়ার অধিকারও তাদের রয়েছে। সর্বোচ্চ মানসম্পন্ন যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অর্জনসহ বল, বৈষম্য ও সহিংসতা থেকে মুক্ত থেকে সন্তান জন্মদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার তাদের রয়েছে।

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা:

- পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক তথ্য, কাউন্সেলিং ও সেবা।
- গর্ভকালীন, প্রসব পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ও ডেলিভারি সেবা।
- নবজাতকের জন্য স্বাস্থ্যসেবা।
- যৌনবাহিত রোগ (এসটিডি) ও রিপ্রডাকটিভ ট্রাক্ট ইনফেকশনের (আরটিআই) চিকিৎসাসেবা।
- আইনসম্মত নিরাপদ গর্ভপাত সেবা এবং গর্ভপাত পরবর্তী জটিলতা ব্যবস্থাপনায় চিকিৎসাসেবা।
- বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসাসেবা।
- যৌন, প্রজনন স্বাস্থ্য ও অভিভাবকত্ব বিষয়ক তথ্য, শিক্ষা ও কাউন্সেলিং।

কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন অধিকার

আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক কায়রো সম্মেলনে কিশোর-কিশোরীদের উপযুক্ত শিক্ষা ও সেবা দিয়ে তাদেরকে যৌনতার ক্ষেত্রে ইতিবাচক এবং দায়িত্বশীল আচরণে সক্ষম করে তোলা, সঠিক তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা, সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা, সম্মান বজায় রাখা এবং শিশু অধিকার সনদ রক্ষায় সচেষ্টা হওয়ার কথাও বলা হয়েছে। কিশোর-কিশোরীদের অধিকারগুলো হচ্ছে:

- যৌনতা ও প্রজননের ক্ষেত্রে নিজস্ব সিদ্ধান্তে অটুট থাকার অধিকার
- যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে যথাযথ তথ্য ও শিক্ষা লাভের অধিকার
- জন্ম নিয়ন্ত্রণ, নিরাপদ গর্ভপাত, এইচআইভি ও অন্যান্য যৌনবাহিত রোগের ক্ষেত্রে পূর্ণ ও সার্বিক সেবা পাওয়ার অধিকার
- কিশোরী মায়ের শিক্ষা গ্রহণ ও শেষ করার অধিকার
- প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যগুলো সেবাগ্রহীতা ও প্রদানকারীর মধ্যে গোপন রাখার অধিকার।